ফৌজদারি আপিল নং- ৮৩৩৩/২০১৮

উপস্থিত: বিচারপতি জনাব মো: বদরুজ্জামান

০৯.০৯.২০১৯

জনাব বিকাশ চন্দ্র সাহা, আইনজীবী

..... অভিযুক্ত-আপীলকারীর পক্ষে

জনাব মোঃ শরীফুজ্জামান মজুমদার, আইনজীবী

..... ২ নং প্রতিপক্ষ এর পক্ষে।

এটি আপসের অনুমতি ও আপসের শর্তে আপিল নিষ্পত্তি করার অনুমতি প্রার্থনা করে করা একটি আবেদন।

অভিযুক্ত- আপিলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বিকাশ চন্দ্র সাহা এবং অভিযোগকারী-প্রতিপক্ষ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ শরীফুজ্জামান মজুমদার নিবেদন করেন যে এই আপিল বিচারাধীন থাকাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে এবং তদনুসারে ১৮.১১.২০১৮ তারিখে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত/সম্পাদিত হয়েছে এবং আপসের শর্তানুসারে, অভিযোগকারী-প্রতিপক্ষ চেকে উল্লিখিত টাকার ৫০% নগদ গ্রহণ করেছেন এবং বাকি ৫০%, যা এই আপিল দায়েরের সময় জমা করা হয়েছে, তা অভিযোগকারী নিম্ন আদালত থেকে তুলে নিবেন এবং সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপসের অনুমতি দেওয়ার এবং আপসের শর্তে আপীলকারীকে খালাস প্রদান করে আপিলটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীরা নিবেদন করেন।

আমি বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করেছি।

আমাদের ফৌজদরি বিচার প্রশাসন কিছু কিছু বিরোধের আপসে মীমাংসাকে উৎসাহিত করে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় বর্ণিত কিছু অপরাধ মামলার যে কোনও পর্যায়ে আপসের মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার উপ-ধারা (৫) এবং (৫এ) তে আপিল ও রিভিশন পর্যায়ে আপসের অনুমতি প্রদান করার জন্য আদালতকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ভীম সিং এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, এআইআর ১৯৭৪(এসসি) পৃ:১৭৪৪ মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিচারাধীন অবস্থায় স্পেশাল লীভের মাধ্যমে অপরাধ আপসে মীমাংসার অনুমতি প্রদান করেছিল।

অনুরুপ পরিস্থিতিতে মো: জয়নাল এবং অন্যান্য বনাম মো: রুস্তম আলী মিয়া, বিসিআর (১৯৮৪)(এডি) ২৯ এবং আব্দুস ছাত্তার এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র, ৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩৮ মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের আপীল বিভাগ আপিল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট অপরাধের আপস করার অনুমতি প্রদান করেন এবং অভিযুক্তকে খালাস প্রদান করেন। এই আপিলে, অভিযোগকারী-প্রতিপক্ষ স্বীকৃতভাবেই অভিযুক্ত- আপিলকারীর বিরদ্ধে নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার অধীনে মূল মামলা দায়ের করেন এবং বিচার চলাকালীন সময়ে বিচারিক আদালত উপরোক্ত ধারায় আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫(পাঁচ) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ চেকে উল্লেখিত ২,৪২,৮০০/- টাকা জরিমানা করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর অধীনে কোনও অপরাধ আপস করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিনা।

নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ (সংক্ষেপে এনআই অ্যাক্ট) এর অধীনে অপরাধের আপস সম্পর্কে আইনে কিছু বলা হয়নি। তবে আইনটিতে এ জাতীয় আপস নিষেধ করে কোনও বিধান নেই। যাই হোক না কেন, যেহেতু এন.আই অ্যাক্টের কার্যক্রম আর্থিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত এবং মামলার কার্যক্রম একটি আংশিক দেওয়ানী এবং আংশিক ফৌজদারী প্রকৃতির এবং এ আইনের অধীনে সর্বোচ্চ সাজার মেয়াদ এক বছর এবং যেহেতু আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় মামলার যেকোনো পর্যায়ে এমনকি আপিল এবং রিভিশন পর্যায়েও আপসকে উৎসাহিত করে সেহেতু আমি মনে করি যে, এন.আই অ্যাক্টের মামলায় পক্ষগণের মধ্যে বিরোধটি আদালতের বাইরে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে এবং আদালত কর্তৃক আপিল এবং রিভিশন পর্যায়েও সেই আপসের অনুমতি দেওয়া উচিত।

যেহেতু এই বিষয়টি এই আদালতে আপিল পর্যায়ে বিচারাধীন অবস্থায় আছে, সেহেতু আপস করার অনুমতি দিতে আমার কোনও দ্বিধা নেই এবং ফলস্বরূপ, এই আপস অভিযুক্তদের খালাস প্রদানের অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে।

তদনুসারে আপসের আবেদন মঞ্জুর করা হলো এবং আপসনামার শর্তানুসারে আপিলটি নিষ্পত্তি করা হলো। ২ নং প্রতিপক্ষ অধস্তন আদালত থেকে চেকে উল্লেখিত টাকার ৫০% তুলে নিতে পারবেন।

মহানগর দায়রা মামলা নং ৪০১৬/২০১৫ তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৭ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ২৬.০২.২০১৭ তারিখে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে ২,৪২,৮০০/- টাকা জরিমানাসহ ৫ (পাঁচ) মাসের কারাদণ্ড প্রদানের রায় এবং দণ্ডাদেশটি বাতিল করা হলো। অভিযুক্ত আপিলকারীকে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হলো।

এই আদেশের অনুলিপিসহ এলসিআর, যদি থাকে, নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হোক।

(বিচারপতি মো. বদরুজ্জামান)


দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজী রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করা হবে।